জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০০১

National Disaster Preparedness Day 2001

২৯ মার্চ ২০০১

গণসচেতনতা দুর্যোগ উত্তরণে সহায়ক

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

29 March 2001

Public Awareness in Overcoming Disaster

Disaster Management Bureau

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

Ministry of Disaster Management & Relief

বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা
১৫ চৈত্র ১৪০৭
২৯ মার্চ ২০০১

বাণী

বাংলাদেশ 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে সচেতনতা বৃদ্ধি বর্তমান বিশ্বে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি উত্তম প্রয়াস। সার্থকভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণকে সচেতন করে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবারের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য 'গণসচেতনতা দুর্যোগ উত্তরণে সহায়ক' সবাইকে দুর্যোগ প্রশমনে সচেষ্ট হতে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমি মনে করি।

আমি দিবসটি উদযাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

দুর্যোগ উত্তরণ ও গণসচেতনতা

ক্ষিতীশ চন্দ্র কুন্ডু
মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

বাংলাদেশ প্রায় সমতল, নদীমাতৃক এক বিশাল ব-দ্বীপ। দেশটি ভৌগোলিকভাবে গ্রীস্মমন্ডলীয় উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। এ দেশে মৌসুমী ভাবাপন্ন জলবায়ুর প্রভাবে প্রতি বছর আবহাওয়ার আনুকূল্য যেমন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি রয়েছে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা। অনুকূল আবহাওয়ায় বাংলাদেশের প্রকৃতি হয়েছে গাঢ় চির সবুজ। সেই সঙ্গে দেশটির আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় দিয়েছে নিবিড়ভাবে কৃষি নির্ভরতা। বাংলাদেশ ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আবহমান কাল হতে বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে আসছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, টর্নেডো, নদী-ভাঙ্গন ও ভূমিকম্পকে বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক সময় বিপুল লোকক্ষয় ও সম্পদের বিনাশ ঘটিয়ে সারা দেশে মহাবিপর্যয় ডেকে আনে। মূলতঃ বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোনো রাজনৈতিক সীমারেখা নেই। পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে স্মরণাতীত কাল হতে প্রায় প্রতিদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে আসছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগেও মানুষ আজ নিশ্চিত যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজো প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে লোকক্ষয় ও সম্পদের বিনাশ আশঙ্কাজনক হারে অব্যাহত রয়েছে।বাংলাদেশও এর কোনো ব্যাতিক্রম নয়। অতীতে এ দেশে দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রকৃত অর্থে দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনাকে অর্থাৎ দুর্যোগে সাড়াদানকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হিসেবে মনে করা হতো; যার মধ্যে রয়েছে উদ্ধার ও ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বিশাল তথ্য ভান্ডার গড়ে ওঠার ধারাবাহিকতায় এখন অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও দুর্যোগ মোকাবেলায় অতীত চিন্তা-চেতনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। অধুনা দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জাতীয় গুরুত্ব পেয়েছে। সফল দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রশমন, প্রস্তুতি, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মকান্ডকে জড়িয়ে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নতুন ধারণা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার বাস্তব উপায় সম্বন্ধে আমাদের সব স্তরের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির সময় এসেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতন জনগোষ্ঠির কোন বিকল্প নেই। কারণ দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যে ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন তা' কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা একক কারো দায়িত্ব নয়। বরং দুর্যোগ মোকাবেলার দায়িত্ব ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে গোষ্ঠি, গোষ্ঠি থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে ইউনিয়ন, এমনি করে সারা দেশ ও জাতীয় পর্যায়ে পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ এ'দায়িত্বের সুষ্ঠ সম্পাদন সর্বস্তরের সচেতন মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে সচেতন জনগোষ্ঠি তৈরির গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশে সেই সুযোগ এখন বিদ্যমান। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোগত রূপায়ণ দেশব্যাপী বর্তমানে অনেকটা এগিয়ে গেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়ণে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও সক্রিয় রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল', আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' এবং 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সব প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে সচেতন ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি তৈরি করে দুর্যোগের কারণে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা এবং দুর্যোগোত্তর পর্যায়ে সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে পুনর্বাসন কার্যক্রম সহজতর করা।

দুর্যোগ সাধারণ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায় এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের সৃষ্টি করে। পরিণতিতে মৃত্যু, ধ্বংস, মহামারী নেমে আসে দুর্যোগ কবলিত মানুষের জীবনে। দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও পরিবেশকে দ্রুত স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনতে এবং মৃত্যু ও ধ্বংস অনেকাংশে কমিয়ে টেকসই উন্নয়নের জাতীয় সদিচ্ছা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় গ্রহনযোগ্য ভূমিকা রাখতে বর্তমান সরকার তার গৃহীত নীতির নিরিখে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।সরকারের উদ্যোগে এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতার 'সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা' শীর্ষক একটি প্রকল্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো বর্তমানে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটিতে যে তিনটি মূল বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মপরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন নিশ্চিত করে দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতার উন্নয়ন সাধন। সার্থক দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতন জনগোষ্ঠি তৈরির দায়িত্ব পালনে প্রকল্পের আওতায় ব্যুরো'র সাফল্য আশাব্যঞ্জক।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয়ভাবে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন করছি। এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে 'গণসচেতনতা দুর্যোগ উত্তরণে সহায়ক'। বর্তমান বিশ্বে দুর্যোগ প্রশমন ও নিবারণের লক্ষ্যে দুর্যোগ সর্ম্পকে গণসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো ৫৬৬ টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে ২৫ হাজারের বেশি সরকারী ও অসরকারী কর্মকর্তা, সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী, মহিলা স্বেচ্ছাসেবী ও তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয় পঞ্চম হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রতি বছর মার্চের শেষ কার্যদিবসে সরকার 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যুরো ১৯৯৮ সন থেকে প্রতি বছর দিবসটি দেশব্যাপী যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে পালনের ব্যবস্থা করে আসছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে সারা বিশ্বের সঙ্গে প্রতি বছর অক্টোবরের দ্বিতীয় বুধবার বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায় হতে ইউনিয়ন পর্যন্ত 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' ব্যুরো'র উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।দিবস দু'টি গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে তৃণমূল পর্যায়ে যথেষ্ঠ উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইমাম, এনজিও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপিত সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সূচীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কমপক্ষে দু'ঘন্টার সেশন সরকারের নির্দেশে বাধ্যতামূলক হয়েছে। এই কর্মসূচী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মাঝারি পর্যায়ের কর্মীবাহিনীকে সচেতন করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। দেশে বিভিন্ন দুর্যোগ সম্বন্ধে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত পুস্তিকা এবং দুর্যোগের বিষয় ভিত্তিক ক্যালেন্ডার, পোষ্টার নিয়মিত ছাপানোসহ ব্যুরো ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগকালে জনগণকে তাদের করণীয় সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করতে আকর্ষণীয় সহজ পদ্ধতি হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যুরো প্রকল্প কর্মকান্ডের আওতায় 'গম্ভীরা' গানের আয়োজন করে বিপুল লোকের সমাগম ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং এর ফলে গণসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এসবই প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তরণে গণসচেতনতার প্রাধান্য দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কতোটা গুরুত্ব বহন করে তার ইংগিত বহন করে।

এ সব ছাড়াও গণসচেতনতা সৃষ্টির কর্মকান্ড হিসেবে তথ্য সরবরাহ ও গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যথাসম্ভব গতিশীলতা লাভ করলেই কার্যতঃ তা' সমাজের সর্বস্তরে প্রশংসা লাভ করবে। আর এই গতিশীলতা নির্ভর করে সমন্বিত তথ্য প্রবাহ ও দ্রুত প্রচারের উপর। এ লক্ষ্যে গণমাধ্যম সঠিক ও দ্রুত ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সেই উপলব্ধিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নিয়মিতভাবে গণমাধ্যমের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ততা রক্ষা করে চলেছে। গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য দুর্যোগ সংক্রান্ত জনগণের করণীয় ও সহজ ধারণা সম্বলিত স্বল্প দৈর্ঘ ফিল্ম, বেতার স্পট ইত্যাদি তৈরির কাজ ব্যুরো ইত্যবসরে হাতে নিয়েছে। দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে বেশ কিছু এনজিও জড়িত রয়েছে। একই সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন 'দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি)'-র ৩৩ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক তৃণমূল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডে নিবেদিত প্রাণ রয়েছে। গণসচেতনতা সৃষ্টি ত্বরান্বিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো এ সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতি তিন মাস অন্তর বৈঠকে বসে মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিবিড় সম্পৃক্ততা বজায় রেখেছে। প্রকৃত অর্থে সার্থক দুর্যোগ উত্তরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ডের আওতায় গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ সত্যটি দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপার ক্ষেত্রে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে আমরা এখন। চলমান এ' সহস্রাব্দে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলে দুর্যোগ মোকাবেলায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে এমন সম্ভাবনা প্রকট। ধরিত্রীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের আশঙ্কা যেমন বিদ্যমান, তেমনি দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে সাগর পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও পুনপৌণিকতা ত্বরান্বিত করবে। এ সব নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত তথ্য এবং চিন্তা-চেতনার সঙ্গে আপামর জনগণের পরিচয় ঘটানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সচেতন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও প্রসারিত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ চৈত্র ১৪০৭
২৯ মার্চ ২০০১

বাণী

বাংলাদেশে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০০১' পালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের দেশে চতুর্থবারের মতো দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার বিশেষ গুরুত্বের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নে তৃণমূল ও কমিউনিটি পর্যায়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, কমিউনিটি ও গ্রাম পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ ব্যাপারে এলাকার সরকারি ও অসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যাপক 'গণসচেতনতা দুর্যোগ উত্তরণে সহায়ক', যথার্থ ও কার্যকরী বলে আমি মনে করি।

আমরা আল্লার রহমতে ও আপামর জনসাধারণের সহায়তায় ১৯৯৭ সনের প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড় ও ১৯৯৮ সনের শতাব্দীর দীর্ঘতম ও ভয়াবহ বন্যা সফলতার সাথে মোকাবেলা করে দেশ-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছি। প্রতিটি দুর্যোগে আমরা জনগণের পাশে থেকেছি। জনগণও দুর্যোগ মোকাবেলায় জানমাল রক্ষায় ব্যাপক সাড়া ও সহযোগিতা দিয়েছে। এজন্য আমি দেশবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আশা করি দিবসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মানুষ প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসন ও নিবারণে বিশেষ সচেতনতা লাভে সক্ষম হবে। আমি দিবসটি পালন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী

প্রতিমন্ত্রী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৯ মার্চ, ২০০১ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে বার বার পিছিয়ে দিচ্ছে। এ দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, টর্নেডো, বন্যা, খরা ও নদী-ভাঙ্গন ইত্যাদি। যে কোন দিন বড় বা মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার আশংকাও রয়েছে। এছাড়াও আর্সেনিক দূষণ একটি নতুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন ও নিরসনে দিবসটি পালন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দেশের আপামর জনসাধারণের গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও দুর্যোগ নিবারণে বর্তমান সরকার বিশেষ আবদান রেখে চলেছে। দুর্যোগ প্রশমনে ও সতর্কীকরণের কি কি ব্যবস্থা রয়েছে, কোথায় কিভাবে আশ্রয় নিতে হবে ইত্যাদি জনগণকে জানতে হবে। ইতোমধ্যেই আমরা ১৯৯৭ সনের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯৮ সনের শতাব্দীর দীর্ঘতম ও প্রচন্ডতম বন্যা এবং ২০০০ সনে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ৯টি জেলায় অপ্রত্যাশিত বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশমন করতে সক্ষম হয়েছি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছি।

এ বছরের দিবসটির প্রতিপাদ্য 'গণসচেতনতা দুর্যোগ উত্তরণে সহায়ক' সময়ের প্রয়োজনে খুবই উপযোগী হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উত্তরণে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ আমরা সফলকাম হয়েছি। কিন্তু এ সফলতা নিয়ে আমাদেরকে বসে থাকলে চলবে না। এজন্য আমাদেরকে নতুন নতুন কর্মসূচি ও উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, কেননা প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায় প্রতিনিয়তই সংঘটিত হয়ে থাকে। আসুন আমরা দল-মত নির্বিশেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় একসাথে কাজ করি।

আমি দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

তালুকদার আবদুল খালেক

সচিব

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পৃথিবীর দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় প্রতি বছর জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রস্তুতি গ্রহণে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অন্যান্য কর্মসূচির পাশাপাশি 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দিবসটি চতুর্থবারের মতো এবছর পালিত হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, টর্নেডো, বন্যা, খরা, নদী-ভাঙ্গন প্রভৃতি প্রায়ই সংঘটিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশে ভূমিকম্পের আঘাত হানার আশংকা রয়েছে এবং আর্সেনিক দূষণও প্রাকৃতিক দুর্যোগের রূপ নিয়েছে।

এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে, 'গণসচেতনতা দুর্যোগ উত্তরণে সহায়ক'। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন, নিরসন ও নিবারণের অতীতের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে বর্তমান চিন্তাধারা ও কৌশল হচ্ছে দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন উদ্ধার ও আশ্রয় এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম। এজন্য প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা বৃদ্ধি। দুর্যোগ কিভাবে আসতে পারে, গ্রাম ও এলাকাবাসীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে, বাইরের সাহায্য না আসা পর্যন্ত কিভাবে জীবন করা করতে হবে এবং নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, অসুস্থদের জন্য কি কি করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে জানতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ এবং নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য সরকারী, বেসরকারী সকল সংগঠন ও আপামর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি দিবসটি উদ্‌যাপনের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

হীরালাল বালা

United Nations Development Programme, Bangladesh

MESSAGE

I congratulate the people and the Government of the People's Republic of Bangladesh on the occasion of the 2001 National Disaster Preparedness Day (NDPD) being observed today.

The theme chosen for the day-Public Awareness in Overcoming Disaster-is intended to assist in creating "disaster resistant" communities across the country by sharing knowledge about local hazards and establishing a culture of disaster prevention and mitigation by the communities. When disaster strikes, the best protection is knowing what to do. Wider dissemination of more accurate and complete hazard-related information will result in a better understanding of risks, hazards, disaster prevention and mitigation in the communities. Many local communities in Bangladesh have developed their own coping mechanisms which need to be identified and shared with others. Findings of many research reports show that disaster information is widely disseminated during actual disaster situations, but very little information about the disaster preparedness measures/practices is disseminated during, normal time. Traditional approaches of dealing with disasters in isolation have proven not to be very effective. Communities must be helped to perform their roles effectively by means of easy-to-understand messages about hazards, preparedness and mitigation measures. Therefore, public awareness should be a continuous process and must not stop, when the most disaster-prone season is over.

UNDP/Bangladesh is pleased to be associated with the national efforts for better management of natural disasters in Bangladesh. UNDP funded project "BGD/92/002 - Support to Disaster Management" has contributed to the integration of disaster reduction information into the education curricula, developing awarenss-raising programmes, building capacities of local disaster management committees, and assisiting local communities in developing local action plans to face the disasters.

Jorgen Lissner
UNDP Resident Representative in Bangladesh

unicef

United Nations Children Fund

MESSAGE

On bchalf of the United Nations Children's Fund (UNICEF), I wish to congratulate the Government and Peoplc of Bangladesh for their consistent efforts towards disaster preparedness through the annual celebration of the National Disaster Preparedness Day with the befitting theme of "Public Awareness in Overcoming Disaster".

Frequent natural disasters have caused extensive loss of precious human life and undermined sustainable development in Bangladesh. In spite of the toll, both material and human, that natural disasters have taken in the past, the Government, along with NGOs, civil society and development partners, is to be commended for its unwavering resolve to face the adversities of life and strengthening the country's preparedness to manage the disaster. The Government's efforts in combating the worst effects of floods and cyclones that hit the country in 1998 are particularly noteworthy.

There can be no two opinions that public awareness activities are part and parcel of national efforts for strengthening the disaster management in Bangladesh. We, therefore, need to continue to focus on creating the awareness at the community level. Policy makers and cilvil society leaders throughout the country need to use all means at their disposal to enhance community-level capacity to undertake actions for saving lives in disaster situations. Effective planning for emergency is a crucial part of emergency preparedness for which access to timely information is the key. UNICEF, along with all the development partners, will continue to work with the Government of Bangladesh to ensure that those who can disseminate information and train others on preparedness activities, do so and are equipped with the best knowledge and skills. This is an essential component of our programme support to the country and UNICEF is proud, once again, to collaborate with the Government on this important initiative.

Shahida Azfar
Representative
UNICEF, Bangladesh